দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

13

ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রমের সমস্যা

দেশের প্রতিটি থানায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে 'ছাত্রী উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফ' কার্যক্রম চালু আছে। ছাত্রী উপবৃত্তির থানা প্রকল্প কর্মকর্তাগণ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের থানা পর্যায়ের কর্মকর্তা হিসাবেও কাজ করিতেছেন। কিন্তু ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নে উক্ত কর্মকর্তাগণকে 'ফিল্ড লেভেলে" কিছু নীতিগত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। যেমন যে তিনটি শর্ত (৪৫% নম্বর, ৭৫% উপস্থিতি এবং অবিবাহিত) অবলম্বনে উপবৃত্তি দেওয়া হইতেছে উহাদের শেষটি কোনভাবে পুরণ করা গেলেও প্রথম দুইটি পুরণ করিতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হইতেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে। কারণ, তাহা না হইলে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা উপবৃত্তি পায় না। যাহার ফলে প্রতিষ্ঠান টিউশন ফি হইতে বাদ যায় এবং বাদ গেলে শিক্ষক বেতন প্রদানে প্রতিষ্ঠানকে সমস্যায় পড়িতে হয়। তাহাছাড়া ঐ শর্তদ্বয় ছাত্রীরা ২০ শতাংশও পূরণ করিতে পারে না, যাহা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। এই কারণে মিথ্যার আশ্রয় নিয়া প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে ছাত্রীদের উপবৃত্তি পাওয়াইয়া দিতে হয়, যাহাতে প্রতিষ্ঠান টিউশন ফি পাইতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ইহাতে শিক্ষার মান নিম্নগামী হইতেছে। 'বিকল্প রেজাল্ট বুক' তৈরী করিয়া ছাত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় নম্বর দিয়া দিলে তাহারা পড়াশুনার প্রয়োজন বোধ করিবে না ইহাই স্বাভাবিক। তাই এখন প্রয়োজন এমন পদ্ধতি যাহাতে উপবৃত্তির শর্ত ভঙ্গকারী ছাত্রী উপবৃত্তি পাইবে না ঠিকই কিছু প্রতিষ্ঠান টিউশন ফি পাইবে। তাহা হইলেই সরকারের 'ছাত্রী উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফ'-এর কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইবে। তাহা না হইলে উপবৃত্তি হইতে বাদ পড়া ছাত্রীকে বেতন দিয়া পড়িতে হইবে আর তাহাতে প্রতিষ্ঠানে অসামঞ্জস্য দেখা দিবে।

এই সমস্যার বিপরীতে উক্ত প্রকল্পের থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নীতিগত বৈপরীত্বের কারণে নানা সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইতেছে। যেমন, প্রতিষ্ঠান প্রধানের চাপ, স্কুল-মাদ্রাসা কমিটির চাপ ইত্যাদি। তাঁহাদের হাতে 'ফিল্ড লেভেলে' তেমন কোন ক্ষমতা নাই। সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় ঢাকা হইতে। শুধু জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণকে প্রকল্প কর্মকর্তাদের, সি এল ও মাসিক সমন্বয় সভার ব্যবস্থা করিতে বলা আছে কিন্তু কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। এমন কি টি, পিও/টিপিএমদের টি,এ বিল অনুমোদন হয় ঢাকা হইতে। ফলে ছয় মাস, এক বছর, দুই বছরের টি, এ বিল পাস হয় নাই এমন নজীর বিরল নয়। এই সমস্ত প্রতিকূলতা লইয়াই ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পগুলি চলিতেছে।

দেশে সরকার পরিবর্তন হইয়াছে। শোনা যাইতেছে নূতন শিক্ষানীতির মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজানো হইবে। তাই বাস্তবতার নিরিখে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রমের নীতিগত পরিবর্তনও অপরিহার্য। সেইসাথে থানা প্রকল্প কর্মকর্তাদেরকে "মাধ্যমিক শিক্ষার থানা কর্মকর্তা" হিসাবে পরিপূর্ণভাবে উন্নীতকরণের মাধ্যমে নূতন শিক্ষা নীতির সহিত খাপ খাওয়ানোর চিন্তা-ভাবনাও করা প্রয়োজন।

—জনৈক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা